“পুণ্য হলো সৎ স্বভাবের নাম। আর পাপ হলো তাই, যা তোমার অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং তা লোকে জেনে ফেলুক এ কথা তুমি পছন্দ কর না

নাওয়াস ইবনু সাম‘আন আল-আনসারী রদিয়াল্লাহু ‘আনহু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: “পুণ্য হলো সৎ স্বভাবের নাম। আর পাপ হলো তাই, যা তোমার অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং তা লোকে জেনে ফেলুক এ কথা তুমি পছন্দ কর না”। ওয়াবিসা ইবনু মা'বাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলাম। তখন তিনি বললেন: “তুমি পুণ্য ও পাপ সম্পর্কে জানতে এসেছো, তাই তো?” আমি বললাম: জি হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন: “তোমার হৃদয় থেকে ফতোয়া নাও। পুণ্য (رِّ

الب (হলো— যা তোমার আত্মা স্বস্তিতে
গ্রহণ করে, আর তোমার অন্তর যাতে প্রশান্ত হয়। আর পাপ (الإثم (হলো— যা তোমার অন্তরে সন্দেহ তৈরি করে এবং তোমার বুকের ভেতরে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে, যদিও লোকেরা তোমাকে তা করার ফতোয়া দিক বা উৎসাহ দিক।” [সহীহ] [প্রথম হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন, আর দ্বিতীয় হাদীসটি আহমাদ ও দারিমী বর্ণনা করেছেন।]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুণ্য (বির) এবং পাপ (ইসম) সম্পর্কে বলেছেন: পুণ্যের সর্বোত্তম গুণগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো — আল্লাহর প্রতি সদাচরণ, যা তাকওয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায়; এবং সৃষ্টির প্রতি সদাচরণ, যা মানুষের কষ্ট সহ্য করা, রাগ কমানো, মুখে হাসি রাখা, মিষ্টভাষী হওয়া, সম্পর্ক রক্ষা করা, আনুগত্য, নম্রতা, দয়া এবং সুন্দর সহবত ও সঙ্গ দানের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। বস্তুত পুণ্য হচ্ছে সেই জিনিস, যা অন্তর ও আত্মাকে শান্তি ও প্রশান্তি দেয়। আর পাপ হচ্ছে— সেই সব কাজ, যা নিয়ে তোমার মনে সন্দেহ জাগে, স্পষ্ট হওয়া ছাড়া দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগে, অন্তরে সংশয় সৃষ্টি হয়, গুনাহ হওয়ার ভয় থাকে। এটি প্রকাশ হোক তুমি তা চাও না, কারণ এটা সম্মানিত, সৎ ও জ্ঞানী মানুষদের চোখে খারাপ। কারণ মানুষের স্বভাবই এমন যে, সে চায় সবাই তার ভালো কাজ জানুক। তাহলে যদি এমন কিছু করো যা তুমি মানুষকে দেখাতে চাও না, বুঝে নাও— ওটা ভালো কিছু না, বরং সেটা পাপ। এমনকি মানুষজন যদি তোমাকে সেটা হালাল বা ঠিক বলে ফতোয়া দিলেও, যতক্ষণ তোমার মনে সন্দেহ থাকে— সেই কাজ করো না। কারণ, যদি সন্দেহ সঠিক হয় এবং মুফতি না জেনে ফতোয়া দেয়, তাহলে সেই ফতোয়া সন্দেহ দূর করতে পারে না, তবে যদি সেই ফতোয়ার পেছনে কুরআন-সুন্নাহর সঠিক প্রমাণ থাকে, প্রশ্নকারীর উপর ওয়াজিব সেটা মেনে নেওয়া—যদিও তোমার মন তখনও পুরোপুরি শান্ত না হয়।

http://www.sunnah.global/hadeeth/bn/show/66540